বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মাস্টার প্ল্যান

(Master Plan of Bangladesh Veterinary Council)

১. ভূমিকা (Introduction):

বাংলাদেশে ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান যা " দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ " (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বার্থে এ পেশাকে প্রয়োগ করার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা ও ভেটেরিনারিয়ানদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার " দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল রেগুলেশন-১৯৮৫ " জারি করে এবং স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে ভেটেরিনারিয়ানদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান শুরু হয় । অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও,গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও অন্যান্য ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছে।

২. কাউন্সিলের ভৌগোলিক অবস্থান(Geographical Location of Council):

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	অন্যান্য তথ্য
০১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০।	ঢাকা	ঢাকা	কোতয়ালী	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	২৩.৭২২৬	৯০.৪০৫৬	

৩. কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট(Background of Council Establishment):

১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভেটেরিনারি কলেজের ছাত্ররা তাদের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার সংগে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিসের আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু এ আন্দোলন ইহার চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করার পূর্বেই দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত হয় ফলে উপরোক্ত ছাত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

১৯৬১ সনে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৯(নয়) টি দাবী নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে। ভেটেরিনারি প্র্যাকটিসের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রবর্তনের আইন জারী করার দাবী তাদের অন্যতম। ছাত্রদের এই দাবীর মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারকে উল্লেখিত আইন প্রনয়নের অনুরোধ জ্ঞাপন করলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর অধীনস্ত পশুপালন অধিদপ্তরের মতামত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন যে, সেহেতু দেশের সমুদয় ভেটেরিনারিয়ানগন বিভিন্ন পদে সরকারী চাকুরী করেন, সেহেতু তাদের ভেটেরিনারি প্র্যাকটিসের জন্য কোন রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই। ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে সরকারের উপরোক্ত যুক্তি খন্ডন করে পেশার ও জনস্বার্থে রেজিস্ট্রেশন প্রথা প্রবর্তনের মানসে **"ভেটেরিনারি সার্জনস এ্যাক্ট"** জারী করার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬২ সনে পুনরায় তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। এতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাকিস্তান সরকারকে উপরোক্ত আইন জারী করে সমগ্র দেশে রেজিস্ট্রেশন প্রথা প্রবর্তনের অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য ন্ত ছাত্রদের উপরোক্ত দাবীর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধের প্রতি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

স্বাধীনতার পর দেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ছাত্রদের এই দাবী আবার দানা বেঁধে উঠে এবং আওয়ামী লীগ সরকার উক্ত দাবীর প্রতি সমর্থন প্রর্দশন করেন। তাই, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশন গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিসের জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে এসোসিয়েশন কর্তৃক **"ভেটেরিনারি সার্জনস এ্যাক্ট"** নামে একটি আইনের খসড়া তৈরী করে একে আইনে পরিণত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকার সমীপে পেশ করা হয়।

৪. কাউন্সিলের ইতিহাস (History of Council) :

১৯৭৫ সালে পশুপালন অধিদপ্তর প্রস্তাবিত **"ভেটেরিনারি সার্জনস এ্যাক্ট"-এর** খসড়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এর চূড়ান্ত খসড়া প্রনয়ন করে। কিন্তু নানা কারনে ইহা ১৯৭৭ সালের ৯ ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত সরকারের অনুমোদনের জন্য তাদের পক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে ইহা দাখিল করা সম্ভব হয়নি। ঐ তারিখে মন্ত্রনালয়ে প্রেরনের পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইহা বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ইহাকে আইনে রূপ প্রদানের জন্য মন্ত্রী পরিষদে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৮ সালের ১৪ই অক্টোবর তদানীন্তন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনের জন্য উহা পেশ করা হলে উহাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় পুনঃ পরীক্ষার পর উল্লেখিত আইনের খসড়াটি সরকারের বিবেচনার জন্য পুনরায় দাখিল করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঐ সনের ১৫ই নভেম্বর পশুপালন অধিদপ্তর উপরোক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত প্রস্তাব সরকার সমীপে পুনরায় পেশ করে। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৭৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী সরকার কিছু ব্যাখা প্রদানের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে চূড়ান্ত খসড়া সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স এ্যাক্টের চূড়ান্ত খসড়া ১৯৮০ সালে তৈরী করেন ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের অনুমোদনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে ফেরত পাঠান। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদনের পর বিলটি চুড়ান্তরূপ লাভ করে এবং আইনে পরিণত করার জন্য তদানীন্তন সংসদের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে । ইতোমধ্যে সামরিক শাসন জারী হওয়ায় বিলটি ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে অর্ডিন্যান্স আকারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রনণের জন্য **"বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২"** নামে জারী করা হয় এবং ১৯৮৬ সালে ১১ নভেম্বর ১নং আইনে পরিণত হয়।

অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পর এর ৩(২) অনুচ্ছেদ বলে সরকার প্রফেসর মোসলেহ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ভূতপূর্ব উপাচার্য্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-কে ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন এবং অধ্যাদেশের ৩(১) ধারা মতে ১২-৪-৮৩ ইং তারিখে ৩(তিন) জন পদাধিকারী ও ৩(তিন) জন সরকার মনোনীত সদস্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল গঠন করেন। নবগঠিত এই কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে অধ্যাদেশের ৩(১)(বি) অনুচেছদ মোতাবেক প্রত্যেক বিভাগ হতে ১(এক) জন সদস্য মনোনয়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

মন্ত্রনালয়ের উপরোক্ত নির্দেশ ও অধ্যাদেশের উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী কাউন্সিল ২৫শে মে ১৯৮৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ইহার সর্ব প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশের ৪টি প্রশাসনিক বিভাগ হতে ৪(চার) জন ভেটেরিনারিয়ানকে উক্ত কাউন্সিলে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে এবং সরকারের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য ৯ই জুন ১৯৮৩ ইং তারিখে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্র ণালয়কে অবহিত করে। সদাশয় সরকার এই মনোনয়ন অনুমোদন করে। অধ্যাদেশের ৩(১)(বি) অনুচ্ছেদ বলে উপরোক্ত ৪(চার) জন সদস্যকে ১২ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং তারিখে গঠিত কাউন্সিলের সদস্যরূপে অন্তর্ভূক্ত করতঃ ৪-৯-৮৩ ইং তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশক্রমে সরকার কর্তৃক একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে কাউন্সিলের পুর্ণাঙ্গরূপ প্রদান করা হয়।

১৫ই জুন ১৯৮৩ ইং তারিখে পশুপালন অধিদপ্তরে তদানীন্তন পরিচালক ডাঃ মির্জা এ. জলিল এর চেম্বারে কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অধিবেশনেই কাউন্সিলের কার্য নির্বাহের জন্য ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গঠন কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। কাউন্সিলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে সরকারী অনুদানের কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ''১৫৭-পশুপালন'' প্রধান খাত হতে উপযোজনের মাধ্যমে ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিচালক পশুপালন অধিদপ্তরের অধীন ''১৫৭-পশুপালন'' প্রধান খাতে উপযোজনকৃত উল্লেখিত

৪,২৩,০০০/- টাকা ১৯৮৩-৮৪ সালে অত্র কাউন্সিলের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৯-১১-৮৩ তারিখে প্রাপ্তির পর আর্থিক লেনদেন শুরু হয়। এই টাকা পাওয়ার পর কাউন্সিল ইহার নিজস্ব অফিস ভাড়া করার ব্যবস্থা করে এবং ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি হতে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে অফিস ঘর ভাড়া করা হয়। ৮-৯-৮৩ইং তারিখে কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদি ত উক্ত **"বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল রেগুলেশন"** সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।

সরকারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মত যে কোন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কোন প্রবিধির (রেগুলেশন) সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়, সংস্থাপন মন্ত্র ণালয়, অর্থ মন্ত্রনালয় এবং আইন ও বিচার মন্ত্র ণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। উল্লেখিত এ ৪টি মন্ত্র ণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং আইন ও বিচার মন্ত্র ণালয়ে পুংখানুপংখভাবে দেখার ও অনুমোদনের পর কাউন্সিলের নির্দেশ ক্রমে ২৪শে আগষ্ট ১৯৮৫ইং তারিখে উপরোক্ত প্রবিধি বাংলাদেশ গেজেটে জারী করা হয়। এই প্রবিধি জারী হওয়ার পর হতে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের রেজিস্ট্রেশন ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাস হতে আরম্ভ করে উল্লেখিত অধ্যাদেশ কা র্যে পরিণত করা হয় এবং এর ফলে বাংলাদেশ রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের আইনগত স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ই মার্চ ১৯৮৭ইং পর্যন্ত স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ৮৪৮ জন ভেটেরিনারিয়ানকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত তারিখের পর যে সব ভেটেরিনারিয়ান স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে ও রেজিস্ট্রেশন প্রার্থী হন তাদেরকে অত্র কাউন্সিল কর্তৃক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

৫. কাউন্সিলের উদ্দেশ্য (Mission of council):

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরীতে সহায়তা পূর্বক মানসম্পন্ন প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

৬. কাউন্সিলের লক্ষ্য (Vision of council):

দক্ষ পেশাজীবী দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগ দমন, প্রাণী কল্যাণ সাধন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৭. কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা(Responsibility & power of council):

(ক) ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান এবং বাতিল, নিয়ন্ত্রণ এবংতাহাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ- সুবিধা সংরক্ষণ;

(খ) ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

(গ) ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন;

(ঘ) ভেটেরিনারি শিক্ষা কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ;

(ঙ) ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;

(চ) ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান;

(ছ) ভেটেরিনারি বিষয়ে বিদেশি কোন ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান;

(জ) ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) ভেটেরিনারিয়ানদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঞ) ভেটেরিনারিয়ানদের নিবন্ধন ও সনদ ফি, নবায়ন ফি এবং এই আইনের অধীনে স্বীকৃত অন্য কোন ফি নির্ধারণ করা;

(ট) অসদাচরণের জন্য কোন ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন।

৮. কাউন্সিলের বিদ্যমান জনবল (Current Manpower of Council):

বর্তমানে কাউন্সিলে ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদ বরাদ্দ আছে। এদের মধ্যে ৩জন ১ম শ্রেনির কর্মকর্তা, ৪জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী এবং ২ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী কর্মরত আছে। ১টি ৩য় শ্রেণির পদ শূন্য রয়েছে। ই তোমধ্যে ৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নতুন পদ সৃজনের জন্য প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯. কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ (Capacity building of Council):

‘‘ দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারস অর্ডিন্যান্স -১৯৮ ২’’ এর মাধ্যমে কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ‘‘ দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল রেগুলেশন-১৯৮৫’’ এর মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাউন্সিল শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানদের গেজেট প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সাল থকে পেশাজীবিদের পরিচয় পত্র প্রদান শুরু হয় এবং ২০০২ সাল থেকে ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্স ক্যারিকুলাম প্রণয়ন শুরু করে। ২০১০ সাল থেকে কাউন্সিল আন্ত র্জাতিক মানের সেবা প্রদানের নিমিত্তে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কাউন্সিল অনুভব করে যে , পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের কাউন্সিলের মত ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিশ্চিত করতে হলে কাউন্সিলের একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা প্রয়োজন । এ লক্ষ্যে কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে নিজস্ব ভবন নির্মাণ, আইন প্রনয়ণ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টির উদ্যোগ এদের মধ্যে অন্যতম ।

১০. কাউন্সিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন(Some important achievement of Council) :

প্রবিধি জারী হওয়ার পর হইতে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের রেজিস্ট্রেশন ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাস হতে আরম্ভ করে ১৯৮৭ইং ১০ই মার্চ পর্যন্ত স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ৮৪৮ জন ভেটেরিনারিয়ানকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে। বর্তমানে (অক্টোবর/২০১৮ইং তারিখে) রেজিস্টার্ড পেশাজী বির সংখ্যা ৬০২৪ জন এবং ৫ ৬০০ জন পেশাজীবিকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

কাউন্সিল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৮.১৩ কাঠা জায়গা সংস্থান করে এবং উক্ত জায়গার উপর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পেশাজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ ভেটেরিনারিয়ান’স ডিরেক্টরী এবং ডক্টর’স ডাটাবেজ প্রনয়ন করে। ভেটেরিনারি শিক্ষার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য “বিভিসি স্ট্যান্ডার্ড ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন” নামে একটি মানদন্ড ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর করা হচ্ছে । নিবন্ধিত পেশাজীবীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১০ সাল থেকে কর্মশালা এবং ২০১৭ সাল থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। বর্তমানে কাউন্সিল ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, মানদন্ডের তদারকি, প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন , নারীর ক্ষমতায়ন, পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নৈতিকতার মান দন্ড বাস্তবায়নসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১১. মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও থিমেটিক এরিয়া (Objectives and thematic area of Master Plan) :

সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে এদেশের ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হলো। বিবেচ্য মাস্টার প্ল্যানের থিমেটিক এরিয়া নিম্নরূপ:-

১১.১ ভেটেরিনারি শিক্ষার মান উন্নয়ন করা-

১১. ১.১. বিভিসি-এর শিক্ষার মানদন্ড বাস্তবায়নের তদারকি: যে কোন পেশাজীবির কারিগরী দক্ষতার মূল ভিত্তি হচ্ছে তার কোর্স ক্যারিকুলাম । বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষার মানদন্ড পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক মানের ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রণয়ন করেছে। উক্ত মানদন্ডটি ২০১৫ সাল থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করেছে। বর্ণিত মানদন্ডটি গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করার জন্য ৪টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। ভেটেরিনারি ডিগ্রী প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে উহা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা প্রতি ৪ বছর পর পর তদারকি করার কার্যক্রম চলমান আছে।

১১.১.২. ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন:- ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও ভৌত-অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল , মন্ত্রণালয় ও কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা , লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি আছে কিনা এবং কি মানের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরজমিনে প্রতি ৪ বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন করবে।

১১.১.৩. আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণঃ

ভেটেরিনারি শিক্ষার চাহিদা বেশি থাকাতে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিফলেট বিতরণ, পোষ্টার ও ব্যানার প্রকাশসহ বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১১.১.৪. নারীদের ভেটেরিনারি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ

নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়ন এস.ডি.জি-এর অন্যতম লক্ষ্য। তাই ভেটেরিনারি শিক্ষায় নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার্থীকে ভেটেরিনারি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ করা প্রয়োজন। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও প্রণোদনার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ শিক্ষায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভেটেরিনারি পেশায় নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

১১.১.৫. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কর্মশালার আয়োজন

ভেটেরিনারি শিক্ষা একটি বিশেষায়িত শিক্ষা। পেশাজীবিদের পেশা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কারিগরী জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত রাখা কাউন্সিলের অন্যতম লক্ষ্য। তাই পেশাজীবিদের কারিগরি জ্ঞান সময়োপযোগী রাখার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে কাউন্সিল ২০৩০ পর্যন্ত ৪৯২০ জন ভেটেরিনারিয়ানকে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যা নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	কর্মশালা আয়োজনের বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৩০০	
২	২০১৯-২০	৩২০	
৩	২০২০-২১	৩৪০	
৪	২০২১-২২	৩৬০	
৫	২০২২-২৩	৩৮০	
৬	২০২৩-২৪	৪০০	
৭	২০২৪-২৫	৪২০	
৮	২০২৫-২৬	৪৪০	
৯	২০২৬-২৭	৪৬০	
১০	২০২৭-২৮	৪৮০	
১১	২০২৮-২৯	৫০০	
১২	২০২৯-৩০	৫২০	
	মোট	**৪৯২০**	

১১.২ ভেটেরিনারি পেশার মানোন্নয়ন

১১.২.১. **ভেটেরিনারি পেশাজীবী রেজিস্ট্রেশন প্রদান:-** ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েটদের দক্ষতা এবং দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই পূর্বক ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ২০৩০ সাল পর্যন্ত ৫৮২০ জন পেশাজীবিকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ,যা নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৪৩০	
২	২০১৯-২০	৪৪০	
৩	২০২০-২১	৪৫০	
৪	২০২১-২২	৪৬০	
৫	২০২২-২৩	৪৭০	
৬	২০২৩-২৪	৪৮০	
৭	২০২৪-২৫	৪৯০	
৮	২০২৫-২৬	৫০০	
৯	২০২৬-২৭	৫১০	
১০	২০২৭-২৮	৫২০	
১১	২০২৮-২৯	৫৩০	
১২	২০২৯-৩০	৫৪০	
	মোট	**৫৮২০**	

১১.২.২. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন ও তদারকি-

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছে, প্রাণিকল্যাণ ও ইথিক্যাল মানদন্ড মেনে চলছে কিনা তা পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার লক্ষ্যে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০০ প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমিক নং	প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন ও তদারকির বছর	পরিদর্শনকৃত প্র্যাকটিস কেন্দ্রের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	১৪	
২	২০১৯-২০	১৬	
৩	২০২০-২১	১৮	
৪	২০২১-২২	২০	
৫	২০২২-২৩	২২	
৬	২০২৩-২৪	২৪	
৭	২০২৪-২৫	২৬	
৮	২০২৫-২৬	২৮	
৯	২০২৬-২৭	৩০	
১০	২০২৭-২৮	৩২	
১১	২০২৮-২৯	৩৪	
১২	২০২৯-৩০	৩৬	
	মোট	**৩০০**	

১১.২.৩. ইথিক্যাল মানদন্ড বাস্তবায়নঃ

রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের শপথবাক্য পাঠ করানো এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত '' কোড অব ভেটেরিনারি ইথিক্স '' ও ওআইই -এর প্র্যাকটিস সংক্রান্ত নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করা র মাধ্যমে পেশাজীবিদের নৈতিক মানদন্ড বাস্তবায়িত হবে। নৈতিক মানদন্ডের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং প্রশিক্ষনের আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পেশাজীবিরা নৈতিক মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তার তদারকি জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কাউন্সিল ২০৩০ সাল পর্যন্ত ৪৩৮০ জন পেশাজীবির মধ্যে নৈতিক মানদন্ড বাস্তবায়ন করবে মর্মে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমিক নং	বছর	নৈতিকতাপ্রাপ্ত পেশাজীবি সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৩১০	
২	২০১৯-২০	৩২০	
৩	২০২০-২১	৩৩০	
৪	২০২১-২২	৩৪০	
৫	২০২২-২৩	৩৫০	
৬	২০২৩-২৪	৩৬০	
৭	২০২৪-২৫	৩৭০	
৮	২০২৫-২৬	৩৮০	
৯	২০২৬-২৭	৩৯০	
১০	২০২৭-২৮	৪০০	
১১	২০২৮-২৯	৪১০	
১২	২০২৯-৩০	৪২০	
	মোট	**৪৩৮০**	

১১.৩. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড প্রদান:-

খামারী বা তৃণমূল পর্যায়ের সেবা গ্রহণকারীরা যথাযথ প্রাণিচিকিৎসক দ্বারা ভেটেরিনারি সেবা পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক নিবন্ধিত পেশাজীবিকে প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে কাউন্সিল ৫৮২০ জন নিবন্ধিত ভেটেরিনারিয়ানকে পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি আইডি কার্ডের পিছনে পেশাজীবিদের করণীয় উল্লেখ থাকবে।

ক্রমিক নং	প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড প্রদানের বছর	আইডি কার্ড প্রাপ্ত পেশাজীবির সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৪৩০	
২	২০১৯-২০	৪৪০	
৩	২০২০-২১	৪৫০	
৪	২০২১-২২	৪৬০	
৫	২০২২-২৩	৪৭০	
৬	২০২৩-২৪	৪৮০	

৭	২০২৪-২৫	৪৯০	
৮	২০২৫-২৬	৫০০	
৯	২০২৬-২৭	৫১০	
১০	২০২৭-২৮	৫২০	
১১	২০২৮-২৯	৫৩০	
১২	২০২৯-৩০	৫৪০	
	মোট	**৫৮২০**	

১১.৪. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি-

১১.৪.১ ভেটেরিনারি পেশাজীবীদেরপ্রশিক্ষণ প্রদান :-

যেহেতু ভেটেরিনারি পেশা একটি বিশেষায়িত পেশা, তাই প্র্যাকটিশনারদের কারিগরি দক্ষতা সময়োপযোগী রাখার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ লক্ষ্যে কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক ৩৯৩০ জন পেশাজীবিকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে মর্মে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমিক নং	পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বছর	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পেশাজীবির সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	১৫০	
২	২০১৯-২০	১৭০	
৩	২০২০-২১	১৯০	
৪	২০২১-২২	৩০০	*
৫	২০২২-২৩	৩২০	
৬	২০২৩-২৪	৩৪০	
৭	২০২৪-২৫	৩৬০	
৮	২০২৫-২৬	৩৮০	
৯	২০২৬-২৭	৪০০	
১০	২০২৭-২৮	৪২০	
১১	২০২৮-২৯	৪৪০	
১২	২০২৯-৩০	৪৬০	
	মোট	**৩৯৩০**	

* ২০২০ সালে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হবে। উক্ত ভবনের নিচ তলায় একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আশা করা যায় ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে অধিক সংখ্যক পেশাজীবিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

১১.৪.২ ভেটেরিনারি পেশার মানোন্নয়নের জন্য কর্মশালার আয়োজন

ভেটেরিনারি শিক্ষা একটি বিশেষায়িত শিক্ষা । তাই প্র্যাকটিশনারদের কারিগরি জ্ঞান সময়োপযোগী রাখার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পেশাগত কারিগরি জ্ঞান বৃ দ্ধির লক্ষ্যে কাউন্সিল নিম্নের ছক মোতাবেক ৪২৬০ জন পেশাজীবির জন্য কর্মশালার আয়োজন করবে মর্মে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমিক নং	বছর	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৩০০	
২	২০১৯-২০	৩১০	
৩	২০২০-২১	৩২০	
৪	২০২১-২২	৩৩০	
৫	২০২২-২৩	৩৪০	
৬	২০২৩-২৪	৩৫০	
৭	২০২৪-২৫	৩৬০	
৮	২০২৫-২৬	৩৭০	
৯	২০২৬-২৭	৩৮০	
১০	২০২৭-২৮	৩৯০	
১১	২০২৮-২৯	৪০০	
১২	২০২৯-৩০	৪১০	
	মোট	**৪২৬০**	

১২. কাউন্সিলের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্র সৃষ্টি ও উদ্যোগ গ্রহণ

পূর্বে শুধুমাত্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ থেকে ভেটেরিনারি বিষয়ে ডিগ্রী প্রদান করা হতো । বর্তমানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে আরো ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে DVM ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া নতুন ১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অচিরেই গ্র্যাজুয়েট বের হবে এবং ১টি ভেটেরিনারি কলেজ/অনুষদ তৈরীর কাজ চলমান । বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৫০০জন ভেটেরিনারিয়ান বের হচ্ছে যার সংখ্যা আগামী ৫বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি বছর ৮০০-৯০০ জন হবে । অপরদিকে প্রয়োজনীয় প্যারাভেট তৈরীর জন্য ২টি LTI রয়েছে এবং ৪টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট থেকে প্যারাভেট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া সারা দেশে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক প্যারাভেট ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদানে ভেটেরিনারিয়ানদের সহযোগিতা করছে এবং প্যারাভেটদের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়বে। অপরদিকে প্রায় সাত শতাধিক সরকারী ও বেসরকারী ভেটেরিনারি ক্লিনিক /হাসপাতাল, দুই সহস্রাধিক কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং দুই শতাধিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে যার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। **আন্তর্জাতিক প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা** (OIE) এবং **খাদ্য ও কৃষি সংস্থা** (FAO) এর সুপারিশ মোতাবেক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের **Veterinary Statutory Body (Council)** সমূহকে আইনগত এবং ভৌত-কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ভবন নিমার্ণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ফলে কাউন্সিলের দীর্ঘদিনের ওয়ার্কিং স্পেসের যে স্বল্পতা ছিল তা দূর হতে যাচ্ছে। অপরদিকে " দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৮" চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে লেজিস-লেটিভ শাখা থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। আশা করা যায় আইনটি স্বল্প সময়ের মধ্যে জারী করা সম্ভব হবে। বর্ণিত আইনে ২৩ টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব , কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন, ভেটেরিনারি শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান , প্রাইভেট ভেটেরিনারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ইত্যাদির স্বীকৃতি, ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব, স্বীকৃতি প্রত্যাহার অথবা নিবন্ধনকরণের শাস্তি সরকার ও কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে ভেটেরিনারি শিক্ষা নিষেধাজ্ঞা, নিবন্ধনযোগ্য প্যারাভেটদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি, প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও দায়িত্ব প্রদান, অপরাধের বিচারার্থ গ্রহণ ও

বিচার, অপরাধের আমল যোগ্যতা, আপীল এবং কল্যাণ তহবিল। ফলে আইন জারী হওয়ার পর কাউন্সিলের কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই বর্ধিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কাউন্সিল ই তোমধ্যে আরও ৭৯ টি পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

১৩. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড হালনাগাদকরণ:

(১) **স্নাতক পর্যায়:**- এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়নের জন্য একটি মানদন্ড (**BVC Standard for Veterinary Education)** প্রণয়ন করা হয়েছে। ঐ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য ও বণ্যপ্রাণীর স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গূরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। **BVC Standard for Veterinary Education** টি একহাজার কপি ছাপিয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। মানদন্ডটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একটি ত্রিপাক্ষিক ফোরাম গঠন করা হয়। এই ফোরামের সুপারিশ অনুযায়ী মানদন্ডটি আমেরিকার টাফ্ট (Tuft) ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হয়। FAO-এর সহযোগিতায় ৩ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মানদন্ডটি মূল্যায়ন করেছে। আশা করা যায় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল প্রণীত মানদন্ডটি অচিরেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এবং মাঠ পর্যায়ের ভেটেরিনারি সেবার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রণীত মানদন্ডটি ৪-৫ বছর পর পর হালনাগাদ করা হবে।

(২) **প্যারাভেট পর্যায়:**- বর্তমানে ৫টি ILST (গোপালগঞ্জ, নেত্রকোণা, গাইবান্ধা, খুলনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ২টি VTI(খাকডোহর, ময়মনসিংহ এবং আলফাডাঙ্গা কুষ্টিয়া) প্রতিষ্ঠান থেকে প্যারাভেট শিক্ষা প্রদান দেয়া হচ্ছে। প্যারাভেট পর্যায়ে শিক্ষার সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি মানদন্ড প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

(৩) **স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ-** বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভেটেরিনারি পেশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোল্ট্রি, ডেইরী, একোয়াটিক, বণ্য প্রাণি এবং পোষা প্রাণির উপর বিশেষায়িত ডিগ্রী /ডিপ্লোমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক মাস্টার'স ডিগ্রীর পাশাপাশি উল্লিখিত বিষয় সমূহের উপর পেশাগত মাষ্টার'স ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল 'কলেজ অব ভেটেরিনারি সার্জনস' নামে বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করবে। প্রতিষ্ঠানে পেশাজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ বিশেষায়িত ডিপ্লোমা/প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করা হবে।

১৪. পেশাগত শৃংখলা রক্ষা-

অত্র কাউন্সিল থেকে নিবন্ধনকৃত পেশাজীবিরা যাতে পেশাগত শৃংখলা বজায় রাখে তা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৮ইং সালে 'কোড অফ ভেটেরিনারি ইথিক্সি' নামে পেশা বিষয়ক নৈতিকতার মানদন্ড প্রণয়ন করে । এই মানদন্ড অনুযায়ী বর্তমানে পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা হচ্ছে। পেশাজীবিদের এই নৈতিকতার মানদন্ডটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সংগতি রেখে এবং মাঠ পর্যায়ে পেশাগত অবস্থা বিবেচনা করে প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৫. পেশাজীবিদের গেজেট প্রকাশ-

বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত পেশাজীবির সংখ্যা ৫৯০০। অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর থেকে নিবন্ধিত পেশাজীবিদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করার প্রক্রিয়া চলমান আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মোট ২০৪০ জন নিবন্ধিত ভেটেরিনারিয়ানের নাম গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। পুরাতন এবং নতুন পেশাজীবিদের নাম নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী গেজেট ভুক্ত করা হবে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল ৫৮২০ জন পেশাজীবির নাম গেজেটে প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ক্রমিক নং	বছর	গেজেটভুক্ত পেশাজীবির সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	৪৩০	
২	২০১৯-২০	৪৪০	
৩	২০২০-২১	৪৫০	
৪	২০২১-২২	৪৬০	
৫	২০২২-২৩	৪৭০	
৬	২০২৩-২৪	৪৮০	
৭	২০২৪-২৫	৪৯০	
৮	২০২৫-২৬	৫০০	
৯	২০২৬-২৭	৫১০	
১০	২০২৭-২৮	৫২০	
১১	২০২৮-২৯	৫৩০	
১২	২০২৯-৩০	৫৪০	
	মোট	৫৮২০	

১৬. কাউন্সিলের সাংগিঠনিক কাঠামোর সম্প্রসারণ-

জাতীয় স্বার্থে কাউন্সিলের কাযর্ক্রম পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে , যা সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই সামগ্রিকভাবে কাউন্সিলের কাযর্ক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারনের জন্য জনবল প্রয়োজন। পেশাগত কার্যক্রমের তদারকি তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করা প্রয়োজন যাতে সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশজ চাহিদা পূরণ করে প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত হচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য যার কাচাঁমাল অর্থাৎ কাঁচা চামড়া উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা দেন ভেটেরিনারিয়ানরা। ভেটেরিনারিয়ানদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব । তাছাড়া ছাগলের মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম দেশ এবং এদেশ থেকে গো-মাংস ও মুরগীর মাংস রপ্তানীর কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন আছে। কাজেই মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশাজীবি সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সময়োপযোগী রাখা, সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্র্যাকটিস্ কেন্দ্রের কাজের তদারকি, সেবার কাংখিত মান বজায় রাখা, আদর্শমান ও নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কাউন্সিল ২টি ধাপে মোট ৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক নং	বছর	পদের ক্যাটাগরি				পদ সংখ্যা	মন্তব্য
		১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি		
১	২০১৯-২০	২৪	০	১৭	৮	৪৯	
২	২০২২-২৩	৫	২	৮	১৫	৩০	
	মোট	২৯	২	২৫	২৩	৭৯	

১৭. স্মরণিকা প্রকাশ :-বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এর চাহিদা মোতাবেক আইন, প্রবিধান, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন করে উহার বহুল প্রচারের জন্য স্মরণিকা প্রকাশের কাজ অব্যাহত রেখেছে। তবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিম্নের ছক অনুযায়ী স্মরণিকা প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেঃ-

ক্রমিক নং	বছর	স্মরণিকার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	২	
২	২০১৯-২০	২	
৩	২০২০-২১	৩	
৪	২০২১-২২	৩	
৫	২০২২-২৩	৩	
৬	২০২৩-২৪	৩	
৭	২০২৪-২৫	৪	
৮	২০২৫-২৬	৪	
৯	২০২৬-২৭	৪	
১০	২০২৭-২৮	৪	
১১	২০২৮-২৯	৫	
২	২০২৯-৩০	৫	
	মোট	৪২	

১৮. পেশা ও শিক্ষার উন্নয়নে গবেষনা কার্যক্রম :- যে কোন কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন নামে একটি নতুন শাখা প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্ণিত শাখাটি ভেটেরিনারি পেশা র উন্নয়ন, উদ্ভাবনী ধারনা ও সেবার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে ডাটা এনালাইসিস-এর মাধ্যমে গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। গবেষনালব্দ প্রাথমিক ফলাফল মূল্যায়ন করে চূড়ান্ত ফলাফল মাঠ পর্যায়ের পেশাজীবি ও খামারীদের মধ্যে সম্প্রসারনের প্রস্তাব করবে। ইহা হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া।

১৯. পরীক্ষা শাখার সৃষ্টি :- বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কার্যক্রমের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান অন্যতম। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে নিবন্ধন প্রদানের পূর্বে পেশাগত বিষয়ের উপর একটি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । উন্নত বিশ্বের আলোকে পেশাজীবিদের দক্ষতার মান যাচাই এর জন্য কাউন্সিলেও একটি পরীক্ষা শাখার সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:-

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল প্রথম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষর করা হয়েছে। ১০০ নম্বরের মধ্যে এতে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৯৪.৬ পেয়ে মন্ত্রণালয়য়াধীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৪র্থ স্থান দখল করে। ২য় বার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ স্বাক্ষর করা হয়েছে যা মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। ভবিষ্যতে কাউন্সিল শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাউন্সিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২১. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে Action plan অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা ও কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অব্যাহত থাকবে।

২৩. অভ্যন্তরীণ মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ- কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। তবে দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতাকে যুগোপযোগী করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বা কাউন্সিল স্ব -প্রণোদিত হয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সিডিউল বছর বছর হালনাগাদ করবে। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধুমাত্র দেশেই সংগঠিত হচ্ছে । ভবিষ্যতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশেও প্রশিক্ষণের আয়োজন করার পরিকল্পনা কাউন্সিলের আছে।

২৪. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি-

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
১।	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।	মে'১৮ ২৩	.৫৩৩৩	০২	০২	.০৭২৪	জুন'১৮ ২১	.৪৬০৯

২৫. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা-

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বক্স ও একটি পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়েছে । প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনা করা হবে।

২৬. নারীর ক্ষমতায়ন:- নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছে। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভীত শক্তিশালী হচ্ছে।

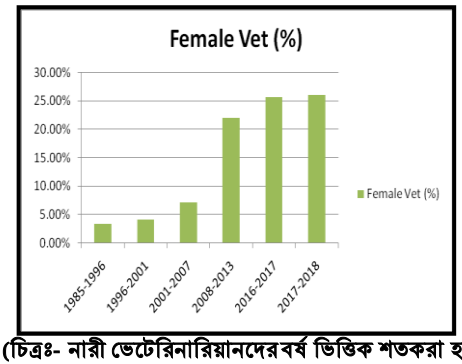

(চিত্রঃ- নারী ভেটেরিনারিয়ানদের বর্ষ ভিত্তিক শতকরা হার)

২৭. নারী শিক্ষার প্রসারঃ- পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নারী ভেটেরিনারিয়ানদের সংখ্যা ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% ,২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২% জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭% এবং ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪% ।

২৮. আইন, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ- বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন ও ২০৩০ সালের মধ্যে এ দেশের ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষাকে বিশ্বমানের উন্নীত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত আইন, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রনয়ণ করার সিদ্ধান্ত কাউন্সিলের রয়েছেঃ-

(ক) আইন প্রণয়নঃ-

ক্রমিক নং	বছর	বিষয়	সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৮-১৯	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন	১	বর্ণিত আইনটি আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিস-লেটিভ শাখায় প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	২০২০-২১	কলেজ অব ভেটেরিনারি ১৬ ন আইন	১	আইনটি ভেটেরিনারি পেশাজীবিদের চলমান শিক্ষা (**Continuing education**) কার্যক্রমের উপর প্রণীত হবে।
	মোট		২	

(খ) বিধি/প্রবিধি প্রণয়নঃ-

ক্রমিক নং	বছর	বিষয়	সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৯-২০	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্মচারী প্রবিধানমালা	১	বর্ণিত প্রবিধানমালাটি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	২০১৯-২০	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল প্রবিধান	১	আইন জারী হওয়ার পর প্রবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হবে।
	মোট		২	

(গ) নীতিমালা/মানদন্ড প্রণয়নঃ-

ক্রমিক নং	বছর	বিষয়	সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১৯-২০	ভেটেরিনারি শিক্ষার স্বীকৃতি নীতিমালা	১	
২	২০২০-২১	পেশাগত মানদন্ড নীতিমালা	১	
৩	২০২২-২৩	বেসরকারি ভেটেরিনারি ক্লিনিক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা	১	
৪	২০২৩-২৪	ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের নৈতিকতার মানদন্ড হালনাগাদকরণ	১	
৫	২০২৫-২৬	ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড হালনাগাদকরণ	২	
	মোট		৬	

২৯. ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ-

বর্তমান সরকারের **"ডিজিটাল বাংলাদেশ"** গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করেছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বর্তমানের ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাংখিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন নির্মাণ প্রকল্পে একটি ডাটাবেজ সফটওয়ার অন্তর্ভুক্ত আছে। ফলে সরকারী/ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ মাঠ পর্যায়ে প্র্যাকটিশনারদের সাথে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিত করা যাবে ।

৩০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন-

অত্র দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদান ও তৃণমূল পর্যায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিলের নিজস্ব ওয়েবসাইট-এ পেশা ও শিক্ষা সম্পর্কিত ব্লগ, রেডিও চ্যানেল, ই-লাইব্রেরী এবং ভেটেরিনারিয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভিন্ন উন্নয়ন তথ্য জানানোর জন্য নানাবিধ লিংক অন্তর্ভুক্ত করা হবে। e-tendering কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং e-filing কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ অব্যহত থাকবে।

৩১। জব ফেয়ারঃ- ভেটেরিনারি পেশা আদি পেশা হলেও ইহার প্রচার ও প্রসার কম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবহেলিত। তাই পেশাগত কার্যক্রম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর অবস্থান এবং সর্বোপরি পেশাজীবিদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রতি বছর জব ফেয়ারের আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে জাতীয় পর্যায়ে এ পেশার গুরুত্ব ও গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পারে এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়ার পথ সুগম হবে।

৩২। পদক প্রদানঃ- পেশাগত দক্ষতা ও পেশায় বিশেষ অবদানের জন্য পেশাজীবিদের মধ্যে পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে পেশাজীবিদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে এবং পেশাগত Good Practice এর প্রতি আরো মনোযোগী হবেন। প্রতিবছর বিশেষ দিনে এ ধরনের পদক প্রদান করা হবে।

৩৩। পেশাগত দিবস পালন ও অনুষ্ঠানের আয়োজনঃ-ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার প্রচার-প্রসার, পেশাজীবি ও সুফলভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত নতুন ধ্যান ধারণা সকলের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় পেশা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ দিবস পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন এপিলের শেষ শনিবার সারা বিশ্বে ভেটেরিনারি পেশাজীবিরা 'ওয়ার্ল্ড ভেটেরিনারি ডে' পালন করে থাকে এবং প্রতিবছর OIE ও WVA পেশাগত গুরুত্ব বিবেচনায় একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। তাছাড়া কাউন্সিল পেশাজীবিদের নৈতিকতা ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেশাগত আদর্শের উপর ভিত্তি করে "পেশা সপ্তাহ'', 'Oath Giving Ceremony' এবং প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করবে।

৩৪। স্কলারশীপঃ- ভেটেরিনারি শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাউন্সিল মেধাবী ও দরিদ্র ভেটেরিনারি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্কলারশীপ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতি বছর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদনপত্র আহ্বান করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পূর্বক নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশীপ প্রদান করা হবে। তবে মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের স্কলারশীপ প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল ও যাচাই পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্কলারশীপ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ- ভেটেরিনারি পেশা,পেশাজীবি ও শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল অভিলক্ষ-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এবং ভেটেরিনারি পেশাকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের সমমানের উন্নীত করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এ মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী কাউন্সিলের কার্যক্রমকে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সক্ষম হবে।

স্বাক্ষরিত/ডাঃ মোঃ ইমরান হোসেন খান
রেজিস্ট্রার,
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল,
ঢাকা।